''ব্যর্থ কথা, অন্যকে ডিস্টার্ব করে এমন কথার থেকে নিজেকে মুক্ত করে কথার ইকোনমি করো''

আজ বাপদাদা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে দেখার সাথে সাথে চতুর্দিকের সকল আত্মাদেরকে দেখছেন। চতুর্দিকের বাচ্চারা আকার রূপে বাপদাদার সামনে রয়েছে। ডবল সভা, সাকারী আর আকারী দুটিই কতো বড় সভা। বাপদাদা দুটি সভারই বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। কেননা বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে বিশেষ দুটি রূপে দেখছেন। এক - প্রতিটি বাচ্চা হলো এই সকল মনুষ্যাত্মাদের পূর্বজ, সমগ্র বৃক্ষের ফাউন্ডেশন। কারণ জড় থেকে সমগ্র বৃক্ষ নির্গত হয় আর দ্বিতীয় রূপে পূর্বজ বড়দেরকেই বলা হয়। তো সৃষ্টির আদিতে তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরই পার্ট রয়েছে। সেইজন্য তোমরা হলে মহানের থেকেও মহান। সেই কারণেই সর্ব আত্মাদের পূর্বজ তোমরা। তার সাথে সাথে উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার প্রথম রচনা হলে তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাই। সুতরাং ভগবান যেমন উচ্চ থেকে উচ্চ, তেমনই বড়'র থেকেও বড় পূর্বজ হলে তোমরা। তো এতসব পূর্বজ বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা প্রফুল্লিত হন। তোমরাও প্রফুল্লিত হও যে, আমরা হলাম পূর্বজ - সেই নিশ্চয় আর নেশায় থাকো? তো বাপদাদা আজ পূর্বজদের সভাকে দেখছেন।

তোমরা সবাই যারা বাবার বাচ্চা হয়েছো, তারা মায়ার থেকে বেঁচে গেছো। বাচ্চার অর্থই হলো বাবার হওয়া অর্থাৎ বাবার বাচ্চা হওয়া। তো মায়ার থেকে বেঁচে যায় যারা তারা বাবার হয়ে যায়। তোমরা সবাই মায়ার থেকে বেঁচে গেছো তো না? নাকি কখনো কখনো মায়ার চক্রব্যূহে এসে যাও? বলা হয় না যে, এমন চক্রব্যূহও হয় সুকৌশলে যাকে ভেদ করতে হয়। তো মায়ার চক্রব্যূহে ফেঁসে যাওয়ার মতো কেউ নেই তো? কোনো চক্রব্যূহ আছে কি? তার থেকে মুক্ত আছো তো? (হ্যাঁ বাবা) এই রকম ক'রো না যে এখানে হ্যাঁ বাবা করে গেলে আর সেখানে গিয়ে বললে না বাবা। একবার যখন চক্রব্যূহের থেকে বের হওয়ার রাস্তা বা বিধি জেনে গেছো, তবে তো আর তাতে ফেঁসে যাওয়ার ব্যাপারই নেই। মায়াকেও খুব ভালো ভাবে জেনে গেছো নাকি কখনো কখনো অজানা হয়ে যায়? তখন বলে থাকো - আমি তো জানতামই না যে এটা মায়া ছিল? কেননা আজকালকার ফ্যাশন যেমন নানান রকমের ফেস চাপিয়ে নেওয়া, এখন এই রকম, তারপরেই আরেক রকমের ফেস পরে নেয়। তো মায়ার কাছেও ফাঁদে ফেলে দেওয়ার মতো অনেক রকমের ফেস রয়েছে। তার কাছে তো অনেক বড় দোকান রয়েছে। যে সময় যে রূপ ধারণ করতে চায় সেই সময় ধারণ করে নেয়। আর যদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ফেঁসে গেলো, তবে তো বেরিয়ে আসতে অনেক টাইম লেগে যায়। আর সঙ্গমের এক সেকেন্ড ব্যর্থ যাওয়া অর্থাৎ এক বছর ব্যর্থ চলে যাওয়া, সেকেন্ড নয়। ভেবে দেখো সঙ্গমযুগ কতো ছোট। এখন তো ডায়মন্ড জুবিলী পালিত হচ্ছে আর এই অল্প সময়ের মধ্যে যেটা হওয়ার হতে হবে, যেটা জমা করবার জমা করতে হবে, সে'সবই এখনই হতে পারো। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, তৈরী হওয়ার সময় কত কম আর তৈরী হয়ে থাকো সমগ্র কল্পের জন্য। সুতরাং কোথায় ৫ হাজার আর কোথায় এখন ৬০ বছর, চলো যত সময়ই হোক না কেন, হাজারের হিসাবে তো হবে না তাই না!

তো এই অল্প সময়ে রাজ্য অধিকারী হতে এবং রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসার জন্য কি করতে হবে? এমনিতে তো সংখ্যার হিসাবের দিক থেকে সত্যযুগে বিশ্বের সিংহাসন সকলের তো প্রাপ্ত হতে পারে না। ধরো প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সিংহাসনে বসবে কিন্তু প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণের যে রয়্যাল ফ্যামিলি, তারাও লক্ষ্মী-নারায়ণেরই মতো সকলের থেকে স্নেহ আর সম্মান পাবে। তো প্রথম রাজধানীর রয়্যাল ফ্যামিলিতেও যদি আসে, তবে হলো প্রথম নম্বর। প্রধান সিংহাসনে যদি নাও বসে, তবুও প্রালব্ধ নম্বর ওয়ানের হিসাবেই হবে। নাহলে তোমরা সকলে ত্রেতা পর্যন্ত সিংহাসন থোড়াই পাবে নাকি? কিন্তু বিশ্ব রাজ্য অধিকারীর লক্ষ্য সকলের আছে তো? নাকি সেখানেও একটি স্টেটের রাজা হবে? তাহলে প্রথম নম্বরের রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসা, এটাও হলো শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। কারো সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, কারো রয়্যাল ফ্যামিলি প্রাপ্ত হয়। এরও গূহ্য রহস্য রয়েছে।

যে সঙ্গমযুগে সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনে স্বতঃ এবং সদা থাকে, কখনো কখনো নয়, যে সদা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত স্বপ্নেও, সংকল্পেও পর্যন্ত পবিত্রতার ব্রততে সব সময় থেকেছে, স্বপ্নেও পর্যন্ত অপবিত্রতাকে টাচ্ করেনি, এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মারা সিংহাসনে আসীন হতে পারে। চারটিই সাবজেক্টে যে ভালো মার্কস নিয়েছে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করেছে, তাকেই পাশ উইথ অনার বলা হয়। মধ্যে মধ্যে মার্কস কম হয়েছে, তারপর আবার মেকআপ করে নিয়েছে। মেকআপ করতে হয়েছে যাদের তারা নয়, কিন্তু আদি থেকে চারটিই সাবজেক্টে বাবার হৃদয়ের পছন্দের যারা, তারাই

সিংহাসন নিতে পারে। তার সাথে সাথে ব্রাহ্মণ সংসারে সকলের প্রিয়, সকলের সহযোগী থেকেছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রত্যেকে অন্তর থেকে সম্মান করে, এই রকম সম্মানধারী সিংহাসনে আসীন হতে পারে। এই বিষয় গুলির মধ্যে কোনো না কোনোটাতে ঘাটতি থাকলে তারা নম্বর ক্রমানুসারে রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারবে। প্রথম রয়্যাল ফ্যামিলিতে, অষ্টম রয়্যাল ফ্যামিলি কিম্বা ত্রেতাতেও হতে পারে। সিংহাসনে আসীন হতে হলে এই সকল বিষয় গুলিকে চেক করো। সেবাতে যদি ১০০ মার্কস জমা হলো আর ধারণাতে ২৫ পার্সেন্ট তাহলে কী হবে? সে কি অধিকারী হবে? কোনো কোনো বাচ্চা অন্য সাব্জেক্টে এগিয়ে রয়েছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ধারণাতে যেই রকম সময় সেই অনুসারে মোল্ড করা, তারাই হলো রয়্যাল গোল্ড। কখনো কখনো মায়া বাচ্চাদের থেকেও চতুর হয়ে যায় । অকস্মাৎ সময় অনুসারে সেই স্বরূপ সে ধারণ করে নেয়। আর বাচ্চারা কি করে? বাবার কাছে তো সকলের কথা পৌঁছে যায় না! মনে করো একজন রং আর দ্বিতীয় জন হলো রাইট। এই রকমও হয় যে, দুই দিকেরই কোনো না কোনো ঘাটতি থেকে যায়, কিন্তু মনে করো তুমি নিজেকে একেবারে রাইট মনে করছো আর অপরজন একেবারেই রং, তাহলে তুমি হলে রাইট আর সে হলো রং, তবুও যেই রকম সময়, বায়ুমণ্ডল যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেই মতো নিজেকেই যদি সমাহিত করে নিতে হয়, যদি মরতেও হয়, এর থেকে যদি দূরে সরে থাকতে হয়, কিন্তু বাচ্চারা কি বলে, বলে সব ব্যাপারেই সব সময়ই আমাকেই কি মরতে হবে? মরার জন্য আমি রয়েছি আর আনন্দ করার জন্য তারা? সব সময়ই মরতে হবে। এই মরে যাওয়া খুব কঠিন, মরজীবা তো হয়ে গেছো, সেটা তো সহজ। ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছো, তো মরজীবা হয়ে গেছো না! এই মরে যাওয়া তো খুব সহজ হয়ে গেছে। মরে গেছো, ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছো। কিন্তু এই বারে বারে মরে যাওয়া এটা বেশ কঠিন। কঠিন না? ছোট কন্যারা বলে আমাদেরকে বেশি মরতে হয় আর বড়রা বলে আমাদেরকে বেশি শুনতে হয়। তো তোমাদেরকে সহ্য করতে হয়, তাদেরকে বেশি করে শুনতে হয়, তাহলে মরবে তবে কে? কে মরবে? একজন মরবে নাকি দুইজনই মরবে? দু'জনেই যদি মরে যায়, তবে তো আর কোনো কথাই নেই, খেলাই শেষ। তো মরতে জানো নাকি একটু কঠিন মনে হয়? একটু শ্বাস আটকে আসে, শ্বাস নেওয়া মুশকিল মনে হয়। কষ্টকর হয়? সেই সময় যখন বলো না যে, আমাকেই কি মরতে হবে, আমিই বদলাবো, বদলানোর দায়িত্ব কি আমারই? তারও তো রয়েছে! আধাআধি ভাগ করে নিক - তুমি এতখানি মরো, আমি এতখানি মরবো। বাপদাদার তো সেই সময় খুব দয়াও হয়। কিন্তু এই মরে যাওয়া, মৃত্যু নয়। এই মরে যাওয়া হলো চিরকালের জন্য বাঁচা। লোকে বলে থাকে না যে, না মরলে স্বর্গ পাওয়া যায় না। তো সেই মৃত্যুর দ্বারা তো স্বর্গ লাভ হয় না, কিন্তু এই মরে যাওয়ার কারণে স্বর্গের অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এই মরে যাওয়া অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী হওয়া। ভয় পেয়ে যাও যে - মরতে হবে, মরতে হবে, সহ্য করতে হবে, তখনই ছোট বিষয়ও বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। ভেবে দেখো তোমরা, কোনো চোর ডাকাত নেই, কিন্তু ভয় চেপে বসেছে যে, চোর ডাকাত রয়েছে, তাহলে ভয় পেলে কি লাভ হবে? ভয় থেকে হয় হার্ট উপরে নীচে হবে নাহলে ব্লাড প্রেশার উপরে নীচে করবে। ভয় থেকেই তো হয় না? তাই ভয় পেয়ে যাও তোমরা। মরে যাওয়া বড় কথা নয়, কিন্তু তোমার ভয়টাই বড় ব্যাপার বানিয়ে দেয়। তারপর তখন বলতে থাকো যে, কী জানি আমার সাথেই কেন হয়, জানি না! কিন্তু মরজীবা হওয়ার সময় যেমন সাহস দেখিয়েছো, ভয় পাওনি, খুশী মনে করেছো, সেই রকমই খুশী মনে পরিবর্তন করতে হবে। মরতে হবে - এই শব্দে নয়, কিন্তু মরতে হবে - মরতে হবে এই কথা বার বার বলতে থাকো বলেই ভয় পেয়ে যাও। বাস্তবে এটা মরে যাওয়া নয়, নিজের ধারণার সাবজেক্টে নম্বর নেওয়া। সহ্য করতে ভয় পেও না। ঘাবড়ে যাও কেন? কারণ যেটা সত্যি নয় তার জন্য কেন আমি সহ্য করবো? কিন্তু সহ্য করবার আজ্ঞা কে দিয়েছে? যে মিথ্যা বলছে সে দিয়েছে? কোনো কোনো বাচ্চা সহন করেও, কিন্তু বাধ্য হয়ে সহ্য করা আর ভালোবাসার কারণে সহ্য করা, এতে প্রভেদ রয়েছে । পরিস্থিতির কারণে সহ্য ক'রো না তোমরা, বাবার আজ্ঞা হলো সহনশীল হও। তো বাবার আজ্ঞা মানা মানে হলো পরমাত্মার আজ্ঞা মানা। সেটা আনন্দের বিষয় নাকি বাধ্য হয়ে করা? সুতরাং অনেক সময় তোমরা সহ্য করেও থাকো কিন্তু তাতে সামান্য মিক্স হয়ে থাকে, ভালোবাসাও থাকে, বাধ্যবাধকতাও থাকে। সহ্য যদি করতে হয় তবে সেটা খুশী মনেই করো। বাধ্য হয়ে করবে কেন? সেই ব্যক্তি যখন সামনে উপস্থিত হয় তখন বাধ্য হয়ে করার কথা মনে হয় আর বাবা সামনে এলে বা বাবার আজ্ঞা পালন করছি ভাবলে তখন ভালবাসা মনে হবে, বাধ্যবাধকতা নয়। সুতরাং এই শব্দটির (মরতে হবে) কথা ভেবো না। আজকাল এ'টা একটু কমন হয়ে গেছে যে - মরতে হবে, মরতে হবে, কতদিন মরতে হবে, শেষ দিন পর্যন্ত নাকি দুই বছর, এক বছর, ৬ মাস? তাহলে তো মরতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কতদিন মরতে হবে? এই মরে যাওয়া তো মরা নয়, এ হলো অধিকার পাওয়া। তাহলে কি করবে? মরবে? এই মরতে হবে শব্দটাকে বলা বন্ধ করো। মরতে হবে এ'কথা ভাবো বলেই তো মরতে ভয় পাও তাই না? দেখো, নিজের মৃত্যুকে ছাড়ো, কেউ কেউ তো অন্যের মৃত্যু দেখেও ভয় পেয়ে যায়। তো এই শব্দের পরিবর্তে করো। এই ধরনের কথা ব্যবহার ক'রো না। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করো। ব্রাহ্মণদের ডিক্শনারীতে এই রকম শব্দই নেই। জানি না কে শুরু করেছে! শুরু তো তোমাদেরই মধ্যে কেউ না কেউ করেছে না? তোমরা মানে যারা সামনে বসে রয়েছো তারা নয়। ব্রাহ্মণরাই করেছে। বাপদাদা বোঝানোর জন্যই উদাহরণ হিসাবে বললেন। কিন্তু সারাদিনে এই রকম ব্যর্থ বোল বা

ঠাট্টা তামাশার অনেক বোল তোমরা বলে থাকো। তাতে ভালো শব্দ থাকে না, কিন্তু বলবে যে আমার বলার ভাব সেটা ছিল না, কিন্তু মজার ছলে বলে ফেলেছি। তো এই রকম ঠাট্টা তামাশা কি ব্রাহ্মণ জীবনে তোমাদের নিয়মে আছে? এই রকম লেখা তো নেই? কখনো পড়েছো যে, ঠাট্টা তামাশা করতে পারো? মজা করো কিন্তু জ্ঞান যুক্ত, যোগ যুক্ত । বাকি ব্যর্থ ঠাট্টা তামাশা যাকে তোমরা মজা মনে করছো, তাতে অন্যদের স্থিতি বিঘ্নিত হয়, তবে সেটা মজা হলো নাকি দুঃখ দেওয়া হলো?

তো আজ বাপদাদা দেখেছেন যে, এক তো সকলে হলো পূর্বজ আর দ্বিতীয় হলো সবথেকে বড়'র চেয়ে বড় পূজ্য আত্মা হলে তোমরা। তোমাদের মতো পূজা সমগ্র কল্পে কারোরই হয় না। সুতরাং তোমরা হলে পূর্বজও এবং পূজ্যও। কিন্তু পূজ্যও হলো নম্বর ক্রমিক। যারাই ব্রাহ্মণ হয় তাদের পূজা অবশ্যই হয় কিন্তু কারো পূজা বিধি সম্মতভাবে হয় আর কারো হয় কাজ চালানোর মতো। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ যেখানেই যোগে বসছে, কখনো কাজ চালানোর মতো করতে হয় করছে, কখনো ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে করছে, কখনো যোগ করছে, কখনো ব্যর্থ ভাবছে আবার কখনো কিছুটা ভালো কথাও ভাবছে, তবে সেটা কাজ চালাবার মতো হলো না (ভাসা ভাসা) ? সাদা আলো জ্বলে গেলো ব্যস্ কাজ হয়ে গেলো। এই রকম ধারণাতেও কাজ চালানোর মতো (ভাসা ভাসা) অনেকে রয়েছে। কোনো সারকামস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) চলে এলে বলবে এখন তো এইভাবে চালাই, পরে দেখা যাবে। তো এই রকমদের পূজাও কাজ চালাবার মতো হয়ে থাকে । দেখো লক্ষ লক্ষ শালগ্রাম বানায়, কিন্তু কি হয়ে থাকে? বিধিপূর্বক পূজা হয়ে থাকে? কাজ চালানোর মতো (ওপর ওপর) হয়ে থাকে না? পাইপ দিয়ে স্নান করিয়ে দিলো, তিলকও পন্ডিতরা এই রকম এই রকম করে (ছিটিয়ে ছিটিয়ে) লাগিয়ে থাকে। তাহলে সেটা কী হলো? কাজ চালানোর মতো হলো না? পূজ্য সকলেই হয়, কিন্তু কীভাবে পূজ্য হয়ে উঠছো, সেটা হলো নম্বর ক্রমিক। কারো সকল কর্মের পূজা হয়ে থাকে। দন্ত মঞ্জনীরও (দাঁতের ব্রাশ) দর্শন করানো হয় যে দাঁত মাজছেন। মথুরাতে যাও, তো দন্ত মঞ্জনীরও দর্শন করিয়ে থাকে, সেটা হলো দাঁত মাজার সময়। তো কাজ চালানোর মতো হয়ো না। নাহলে পূজাও সেই রকমই হবে। আচ্ছা এখন সকল টিচার খুশী তো? নাকি কোনো কোনো ইচ্ছা এখনও মনে রয়েছে? মনে যদি কোনো ইচ্ছা থেকে যায় তবে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো হতে দেবে। হয় ইচ্ছা পূর্ণ করো নাহলে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো হও। সেটা তোমার হাতে। আর দেখা যায় যে, ইচ্ছা হলো এমনই জিনিস, রোদের মধ্যে হাটলে যেমন তোমার ছায়া আগে আগে যায় আর তাকে যতই ধরার চেষ্টা করো না কেন, তাকে কি ধরতে পারা যাবে? আর তুমি যদি পিছন ঘুরে যাও, তবে সেই ছায়া কোথায় যাবে? তোমার পিছনে পিছনে আসবে। তো ইচ্ছা তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে চোখের জল ফেলিয়ে দেবে আর ইচ্ছাকে যদি ছেড়ে দাও তবে ইচ্ছা তোমার পিছে পিছে আসবে। যে কেবল চাইতেই থাকে সে কখনোই সম্পন্ন হতে পারে না। আর কিছু যদি নাও চাও, রয়্যাল চাওয়াও তো আছে। জানো তো তোমাদের রয়্যাল চাওয়া কি? বর্তমানের কিছু নাম যদি প্রাপ্ত হয়, কিছুটা মর্যাদা প্রাপ্ত যদি হয়, যদি কখনো বিশেষ আত্মাদের সারিতে আমারও নাম এসে যায়, বড় ভাইদের সারিতে যদি আমারও নাম থাকে, বড় দিদিদের সারিতে আমাকেও যদি গণনা করা হয়, আমারও তো চান্স পাওয়া উচিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো খুশীর খাজানার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারবে না। এই চাওয়ার পিছনে কিম্বা কোনো প্রকারের জাগতিক ইচ্ছার পিছনে ছুটে যাওয়া, মনে করো যেন মৃগতৃষ্ণা। এর থেকে সর্বদাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। জুনিয়র থাকা কোনো খারাপ ব্যাপার নয়। ছোটরাও হলো ঈশ্বরের সমান। কারণ তারা বাপদাদার হৃদয়ে সামনের দিকের নম্বরে রয়েছে। অল্পকালের ইচ্ছার অনুভব করে তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই যে, তা কাঁদায় নাকি হাসায়?

আজ বাপদাদা বিশেষ এর ওপরে অ্যাটেনশন টেনে আনছেন যে, ব্যর্থ বোল যা কিনা কারোরই ভালো লাগে না, তোমাদের ভালো লাগে, কিন্তু অন্যদের ভালো লাগে না, তো সব সময়ের জন্য সেই শব্দকে সমাপ্ত করে দাও। এই রকম সারাদিনে যদি বাপদাদা তাঁর বাচ্চাদের বলা শব্দ গুলিকে নোট করেন, তবে অনেক ফাইল হয়ে তৈরী হয়ে যেতে পারে। এই অপশব্দ, ব্যর্থ শব্দ, চিৎকার করে কথা বলা... এই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাও হলো প্রকৃতপক্ষে অনেককে ডিস্টার্ব করা। এ'কথা ব'লো না যে - আমার গলার আওয়াজটাই জোরে হয়। তোমরা মায়াজীত হতে পারলে আওয়াজজীত হতে পারবে না? সুতরাং এই রকম কাউকেই ডিস্টার্ব করে থাকা বোল এবং ব্যর্থ বোল ব'লো না। দুটো শব্দের কথা হয়তো, সেটাকেই আধ ঘন্টা ধরে সেই কথাটাকে বলতে থাকবে, বলতেই থাকবে। তো এই যে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলতে থাকো, যেটা কিনা দুটো শব্দেই কাজ সেরে নেওয়া যায়, সেটাকে ১২ টা - ১৫ টা শব্দে ব'লো না। তোমাদের স্লোগান হলো 'কম বলো, ধীরে বলো'। সুতরাং যারা বলে যে, আমাদের গলার আওয়াজটা জোরে, আমি চাই না তাও আওয়াজটাই জোরে হয়। তো তারা তাদের গলায় একটি স্লোগান লাগিয়ে ঝুলিয়ে দাও। কী হয়? তোমরা তো তোমাদের অভ্যাসবশতঃ জোরেই কথা বলছো, কিন্তু যারা আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে, তারা শুনে বুঝতে পারছে না যে, এর গলার স্বর চড়া। তারা ভাবছে কি জানি হয়তো ঝগড়া চলছে। সুতরাং এটাও হলো ডিস্-সার্ভিস। সেইজন্য আজকের পাঠ দিচ্ছি - ব্যর্থ বোল অথবা কাউকে ডিস্টার্ব করতে পারে এমন বোলের

থেকে নিজেকে মুক্ত করো। ব্যর্থ বোল মুক্ত । তারপরে দেখো অব্যক্ত ফরিস্তা হতে তোমাদের অনেক সুবিধা হবে। কথা, কথা আর কথা, কথা বলতেই থাকো তোমরা। বাপদাদা যদি টেপে রেকর্ড করে তোমাদেরকে শোনায়, তখন তোমাদেরও হাসি পাবে। তাহলে কোন্ পাঠকে পাক্কা করেছো? বোল এর ইকোনমি করো, নিজের বোল এর ভ্যালু রাখো। মহাত্মাদেরকে যেমন বলা হয় না যে - সত্য বচন মহারাজ, তো তোমাদের বোল সর্বদা সত্য বচন অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রাপ্তি করানোর মতো বচন যেন হয়। তোমরা কথায় কথায় হাসির ছলে বলে বসো - এ তো একটা পাগল, এ তো একেবারে বুদ্ধু, এই রকম আরো শব্দ আছে, বাপদাদা এই মুহূর্তে ভুলে গেছেন, কিন্তু শুনতে পাওয়া যায়। তো ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে এই রকম শব্দ বের হওয়া মানে, যাদের কথাকে মানুষ সত্যবচন মহারাজ বলবে, তারাই অন্যদেরকে অভিশম্পাত করছে। কাউকে অভিশাপ দিও না, সুখ দাও। যুক্তিযুক্ত কথা বলো আর কাজের কথা বলো, ব্যর্থ কথা ব'লো না। তো যখন বলতে শুরু করছো, তখন এক ঘন্টার মধ্যে চেক করো যে, কতগুলো ব্যর্থ কথা হলো আর কতগুলো সত্যবচন হলো? নিজেদের বোল এর ভ্যালু তোমাদের জানা নেই। তাই বোল এর ভ্যালুকে বোঝো। অপশব্দ ব'লো না, শুদ্ধ শব্দ বলো। কেননা এখন হলো লাস্ট মাস আর আদি যে মাস তখনই হলো ডায়মন্ড জুবিলী। সুতরাং সারা বছর ডায়মন্ড হবে নাকি ৬ মাস হবে? সারা বছর হবে তাই না! সেইজন্য বাপদাদা ডায়মন্ড জুবিলীর পূর্বে বাচ্চাদেরকে বিশেষ অ্যাটেনশন এনে দিচ্ছেন। বাপদাদা চতুর্দিকের দৃশ্য গুলিকে তো দেখেই থাকেন। সারাদিন ধরে দেখতে থাকেন না, সেকেন্ডে সব কিছু দেখতে পান। তো পাঠ পাক্কা করেছো - মুক্ত হতে হবে? নাকি একটু আধটু যুক্ত আর একটু আধটু মুক্ত? প্রত্যেকে নিজেকে দেখো। এটা আবার বলতে শুরু ক'রো না যে, বাবা তো মুরলী (বাণী) শোনাচ্ছেন আর বলছেন অন্যদেরকে দেখো না! নিজেকে দেখো - আমি বাবার শ্রীমতকে কতখানি গ্রহণ করেছি? এখনো পর্যন্ত একে অপরকে দেখে চলেছো যে - অন্যরা অনুসরণ করছে কিনা... কিন্তু অধিকার পাওয়ার সময় সে যদি নীচের পদ এর দিকে যায়, তুমি কি তার সাথে থাকবে? সেই সময় দেখবে? সেই সময় দেখবে না। তাহলে কেন এখন দেখছো? আচ্ছা, এখন মুক্ত হবে তাই তো? সকলের পাঠ স্মরণে আছে? কোন্ পাঠ? ব্যর্থ বোল এর থেকে মুক্ত... মনে আছে? ভুলে যাও নি তো? আচ্ছা!

চতুর্দিকের পূর্বজ আত্মাদেরকে, সর্বদা এই নিশ্চয় আর নেশাতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সর্বদা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে প্রতিটি কর্ম করে থাকা কর্মযোগী আত্মাদেরকে, সদা দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা বাবার প্রতিটি কদমে কদম রেখে চলা ফলো ফাদার বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার । ডবল বিদেশীদেরকে নমস্কার।

বরদানঃ- লৌকিককে অলৌকিকে পরিবর্তন করে গৃহকে মন্দির বানানো আকর্ষণমূর্তি ভব

প্রবৃত্তিতে থেকে গৃহের বায়ুমণ্ডলকে এইরূপ বানাও যাতে সেখানে কোনো প্রকারের লৌকিকতা না থাকে। গৃহে যারাই আসবে তারা যাতে অনুভব করে যে, এ হলো অলৌকিক, লৌকিক নয়। এটা সাধারণ গৃহ নয়, বরং এ হলো মন্দির। এটাই হলো পবিত্র প্রবৃত্তিতে যারা থাকে তাদের সেবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ। স্থানও যেন সেবা করে, বায়ুমণ্ডলও যেন সেবা করে। মন্দিরের বায়ুমণ্ডল যেমন সবাইকে আকৃষ্ট করে, সেই রকম তোমাদের গৃহের থেকে পবিত্রতার সৌরভ আসবে, সেই সৌরভ স্বতঃতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে আর সকলকে আকৃষ্ট করবে।

স্লোগানঃ- মন-বুদ্ধিকে দৃঢ়তার দ্বারা একাগ্র করে দুর্বলতা গুলিকে ভস্ম করে দাও - তবেই বলা হবে সত্যিকারের যোগী।

সূচনাঃ - আজ অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস তৃতীয় রবিবার । সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ভাই বোন যোগ অভ্যাসের অনুভব করুন যে, আমি আত্মার দ্বারা পবিত্রতার কিরণ নির্গত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছে। আমি হলাম মাস্টার পতিত-পাবন আত্মা ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid

1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;